দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

06

নতুন মেডিক্যাল কলেজের দৈন্যদশা

প্রধানমন্ত্রীর 'ব্যক্তিগত আগ্রহে' দু'বছর আগে দেশে পাঁচটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ শুরু করা হয়েছিল। এদের কোনটিই এখন পর্যন্ত চিকিৎসক গড়ার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি।

একটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন, তা কোন নতুন কলেজের ছিল না। চারটি শুরু হয় সাবেক মেডিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং সেন্টারে। আর দিনাজপুরে শুরু হয় একটি সাবেক ছাত্রাবাসে। প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহের প্রতি সম্মান দেখাতে যেয়ে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেয়া হয়েছিল। সবখানেই তড়িঘড়ি আর জোড়াতালি। ফল শুভ হয়নি। ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছিল, তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা না থাকার মত। লাইব্রেরি–ল্যাবরেটরি তথৈবচ।

নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলোতে মাঝে–মধ্যেই পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেছে, ক্লাস বর্জন ও ধর্মঘট করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসবের সঙ্গে ছাত্ররাজনীতির সম্পর্ক ছিল না। ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা দাবি করে আসছে। তাদের দাবির মধ্যে আছে ঃ কলেজ ভবন নির্মাণ, অধ্যাপক নিয়োগ, আবাসিক হোস্টেল নির্মাণ, পূর্ণাঙ্গ পাঠকক্ষ, স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাবরেটরি ইত্যাদি। দু'বছর পরও এসব দাবি পূরণ করা হয়নি।

শুরু করার সময় বড় গলায় বলা হয়েছিল যে, প্রতিটি নতুন মেডিক্যাল কলেজের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একটি মেডিক্যাল কলেজ শুরু করার জন্য দু' কোটি টাকা যথেষ্ট কিনা সে প্রশ্নে না যেয়ে বলা যায়, সরকার সেই দু' কোটি টাকা খরচেও দক্ষতা দেখাতে পারেন নি। 'মানি ইজ নো প্রব্লেম' এবং প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহের সুবিধে থাকা সত্ত্বেও আমাদের ঘুণে ধরা প্রশাসনযন্ত্র নতুন কলেজগুলোকে শক্ত ভিত্তি দিতে পারেনি। অথচ পরপর দু'বছর ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। এবারেও ভর্তি করা হবে। নতুন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা জানে না তাদের ভবিষ্যৎ কি, দৈন্যদশার মধ্যে শিক্ষা পাওয়ার পর তাদের মেডিক্যাল ডিগ্রি কার কাছে কতটা পাত্তা পাবে।

আমরা যত দূর জানি, নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলো সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়–গুলোর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সরকারি কলেজ বলেই কোন বিশ্ববিদ্যালয় যদি না দেখে–শুনেই এ্যাফিলিয়েশন দিয়ে ফেলে তবে তারা শুধু নিজেদের দায়িত্বই অবহেলা করবেন না, মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থারও অপূরণীয় ক্ষতি করবেন। এসব ব্যাপারে আমাদের মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলেরও একটা দায়িত্ব আছে। শেষ পর্যন্ত তারাই তো এসব ছাত্রছাত্রীর ডিগ্রির দাম নির্ধারণ করবেন।

নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলোর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মাঝে–মধ্যেই নানা ধরনের খবর প্রকাশিত হয়। সরকারও দেখাতে চান যে, তার কর্মকর্তারা এসব ব্যাপারে সচেতন। সম্প্রতি দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোর 'সমস্যা চিহ্নিত–করণ ও সমাধানের লক্ষ্যে' সরকার একটি কমিটি গঠন করেছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার সভাপতি। মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষরা এ কমিটির সদস্য। আগামী ৬০ দিনের মধ্যে এর রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করা হবে। তারপর কতদিন যাবে 'সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য' অর্জন করতে তা বোধহয় প্রধানমন্ত্রীও বলতে পারবেন না। ততদিন কি নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলো অপেক্ষা করতে পারবে? চিকিৎসক গড়ার সমস্যাগুলো বেশিদিন ধামাচাপা দিয়ে রাখা কি সম্ভব? না, তার ফল ভাল হবে?